যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ কলাম ... ৫ ...

বিদ্যালয় নেই ৮৫৬ গ্রামে

যুগান্তর রিপোর্ট

যেসব গ্রামে সরকারি বা বেসরকারি কোনো ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সেসব গ্রামে একটি করে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছিল সরকার। ২০১১ সালে এ কাজ শুরু হয়। ২০১৫ সালের জুনের মধ্যে তা শেষ হওয়ার কথা। এ প্রকল্প অনুযায়ী বিদ্যালয়বিহীন দেশের ১ হাজার ৫০০ গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপিত হবে। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ১ হাজার ৮৭টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ শেষ হয়েছে। সেই হিসাবে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ এগিয়েছে মাত্র ৭২ ভাগ। এদিকে এ প্রকল্পের অধীন বাকি ৪১৩টি গ্রামে একটি করে বিদ্যালয় স্থাপিত হবে কিনা— সেটি নিয়ে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে কাজ শেষ হওয়ার বাইরে আরেক কারণ রয়েছে এর পেছনে। সেটি হচ্ছে, বাংলাদেশের অধীনে আসা ভারতীয় সাবেক ছিটমহলে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা। ৬ আগস্ট জাতীয় সংসদ ভবনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সুপেনীয় স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওই সভায় সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী অ্যাডভোকেট মোস্তাফিজুর রহমান জানান, সরকার অনুমোদিত চলমান '১ হাজার ৫০০ বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প' স্থগিত রেখে বাকিগুলো ছিটমহলে নির্মাণ করা হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের পরিপত্র অনুযায়ী জেলা প্রশাসকদের যথাযথ প্রস্তাব পাঠাতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে প্রকল্পের পরিচালক জানান, প্রকল্পের প্রস্তাবনা অনুযায়ী নতুন নির্মিত এসব বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ দেবে সরকার। সে অনুযায়ী এরই মধ্যে ৬৬৭টি বিদ্যালয়ের ৩ হাজার ৩৩৫টি পদ সৃষ্টির আদেশ জারি হয়েছে। ১৬৬টি বিদ্যালয়ের ৮৩০টি শিক্ষকের পদ সৃষ্টির প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে কাজ অব্যাহত রয়েছে। সবক'টি বিদ্যালয়ের জন্য ৭ হাজার ৫০০ শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা হবে বলেও জানান তিনি।

জানা গেছে, দেশে প্রাথমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চিত্র অনুসন্ধানে এ মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালে একটি সমীক্ষা চালায়। সমীক্ষার প্রতিবেদন একই বছর ১০ সেপ্টেম্বর প্রকাশ করা হয়। ওই সমীক্ষা অনুযায়ী, দেশের ১৬ হাজার ১৪২টি গ্রামে সরকারি বা বেসরকারি কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। এ পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার পর সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায় থেকে এসব গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হচ্ছে। তবে এসব গ্রামের আয়তন ও জনসংখ্যার ঘনত্ব বিবেচনা করে অবশ্য সরকার শেষ পর্যন্ত ১ হাজার ৯৪৩টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য প্রকল্পও গ্রহণ করে। যদিও শেষ পর্যন্ত পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হয়নি। গ্রহণ করা হয় '১ হাজার ৫০০ বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে বিদ্যালয় নির্মাণ প্রকল্প'। সে অনুযায়ী প্রকল্প শুরু হলেও এখনও ৪১৩টি বিদ্যালয়ের নির্মাণকাজ বাকি রয়েছে। বিপরীত দিকে, যেহেতু বিদ্যালয়বিহীন ১৬ হাজারের বেশি গ্রামের মধ্যে মন্ত্রণালয় ১ হাজার ৯৪৩টি গ্রামে বিদ্যালয় প্রয়োজন ছিল, সেই হিসাবে এখনও কমপক্ষে ৮৫৬টি গ্রামে বিদ্যালয় স্থাপন জরুরি বলে মনে করেন প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা।

জানা গেছে, নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মূলত দুটি মানদণ্ডকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১১ সালে প্রকল্প কাজ শুরু করা হয়। মানদণ্ডের একটি হচ্ছে- যে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে সে গ্রামে কমপক্ষে দুই হাজারের বেশি জনসংখ্যা থাকতে হবে। অপরটি হলো- যে গ্রামের দুই কিলোমিটারের মধ্যে কোনো সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সে গ্রামকে প্রাধান্য দেয়া। এছাড়াও স্কুলের স্থান নির্বাচনে বন্যায় নদী ভাঙন ও শিশুদের যাতায়াত সুবিধা বিবেচনায় নেয়া হচ্ছে। বন্যার সময় যাতে স্কুল পানিতে তলিয়ে না যায় সে স্থানেই স্কুল নির্মাণ করা হচ্ছে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এসব বিদ্যালয় স্থাপনের পর তাতে সরকার শিক্ষক নিয়োগ দেবে। সে অনুযায়ী ইতিমধ্যে সমাপ্ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগও দেয়া হয়েছে। কিন্তু সবক'টি বিদ্যালয়ের কাজ প্রকল্পের মেয়াদ শেষেও সমাপ্ত হয়নি।

এ বিষয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্প বিভাগের উপপ্রধান ড. উমতিয়াজ্ মাহমুদ বলেন, ১ হাজার ৮৭টি বিদ্যালয়ের কাজ শেষ হলেও আরও ১৯১টির কাজ চলছে। এগুলো কোনোটি অর্ধেক আবার কোনোটি ৭০ ভাগ এগিয়েছে। বাকি বিদ্যালয়গুলোর কাজ শেষ না হওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, অনেক গ্রামে জমি পাওয়া যাচ্ছে না। আবার অনেক স্থানে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু করতে গিয়ে মামলার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এরকম মামলার ঘটনা ৩৮টি বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ঘটেছে। সবমিলিয়ে মূলত ১ হাজার ২৭৮টি বিদ্যালয়ের কাজ আমরা করতে পেরেছি। উল্লেখ্য, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে তৎকালীন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরীর উদ্যোগে বিদ্যালয় না থাকা গ্রামের পরিসংখ্যান বের করা হয়। ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, কুমিল্লা জেলায় এক হাজার ১৭৩টি গ্রামে, মানিকগঞ্জে ৫৪৮, টাঙ্গাইলে ৫২৮, দিনাজপুরে ৩৩৬, রংপুরে ২৩৭, জয়পুরহাটে ৩২৬, সিরাজগঞ্জে ৩৫৬, পাবনায় ৩৬৮, সাতক্ষীরায় ৩৩৫ ও নেত্রকোনা জেলায় ৮৭৯টি গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। অন্য জেলাগুলোতেও কমবেশি একই চিত্র।

এ প্রসঙ্গে সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, 'বিদ্যালয়ের চাহিদা নির্ভর করে জনসংখ্যার ওপর। ৭বছর আগের চেয়ে জনসংখ্যা এবং ঘনত্ব নিশ্চয়ই এখন বেশি। সেই হিসাবে বিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এখন আরও বেশিই হবে।' তিনি বলেন, সমীক্ষার পর সরকার বিভিন্ন শর্তের বিবেচনায় বিদ্যালয় স্থাপনের একটি সংখ্যা নির্ধারণ করেছিল। আমরা আশা করব, কমপক্ষে ওই কয়টি স্থানে এখন বিদ্যালয় হবে। কেননা, বিদ্যালয় জাতীয়করণে প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণার পর এখন আর বেসরকারি বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ নেই। এই দায়িত্ব এখন রাষ্ট্রকেই নিতে হবে। আমরা চাইব যেখানে প্রয়োজন সেখানে সরকারি বিদ্যালয় স্থাপিত হোক। উল্লেখ্য, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২টি।

এছাড়া নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় আছে আরও ২৬ হাজারের বেশি। তবে এগুলোর বাইরে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এর সঠিক পরিসংখ্যান সরকারসহ বেসরকারি কোনো সংস্থার কাছে নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের হিসাবে দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩৭ হাজার ৬৭২টি। এছাড়া নতুন জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয় আছে আরও ২৬ হাজারের বেশি। তবে এগুলোর বাইরে হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল রয়েছে। এর সঠিক পরিসংখ্যান সরকারসহ বেসরকারি সংস্থার কাছে নেই।